

# শুধুই ছলনা নয় এ স্বাধীনতা

মীজান রহমান

ঘুরে ঘুরে আবার চলে এসেছে সেই দিনটি। ষোলই ডিসেম্বর। পয়লা জানুয়ারীর মত। পয়লা বৈশাখের মত। ষোলই ডিসেম্বর হল আমাদের জাতীয় জীবনের পয়লা জানুয়ারী আর পয়লা বৈশাখ। '৭১ থেকে যদি গণনা শুরু করি তাহলে আজকে আমাদের পঞ্জিকার ৩৮তম জন্মদিন। আমাদের অস্তিত্বের ৩৭ বছর পুরো হয়ে গেল আজকে। আমাদের স্বাধীনতার, আমাদের পাকিস্তানিত্ব ছিন্ন হবার পূর্ণ ৩৭ বছর।

জানি, উৎসবে উৎসাহ নেই কারো। আনন্দে আনন্দের সুর মেলাতে পারছি না। তাল মিলছে না যেন। '৭১-এর বিজয় দিবসে আমাদের কারো মন টেকেনি বাড়িতে। আজকের বিজয় দিবসে কারো যেন মন চাইছে না বাড়ি ছাড়তে। উদ্যম দম হারিয়ে ফেলেছে। উদ্যোগ পাখা মেলতে পারছে না। কোথাও ছেদ পড়েছে। কোথাও বাতি জ্বলছে না।

আচ্ছা, বিজয় কাকে বলে? বিজয় কি একটা কঙ্কালের নাম? নাকি কোনও প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরের? আমরা কি বিজয়ী না বিজিত? '৭১-এ যারা পাশবিক শত্রুর হাত থেকে বিজয়শিশুটিকে ছিনিয়ে এনে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিল, আমরা কি সেই বীর যোদ্ধাদেরই কঙ্কাল, নাকি সেই পাশবিক শত্রুর? তবু তো বারবার সেই দিবসটি চলে আসে দুয়ারে, অপরূপ আলোঝলমল সজ্জায়। অপরূপ ঝলমলে পতাকা আমরা ওড়াই প্রতিবার প্রতি ইমারতে, বিজয়ের গান উচ্চারিত হয় আমাদের কর্কশ গলায়। আমরা নতুন করে স্মরণ করি পুরনো শপথ, যেন নতুন করে লঙ্ঘন করবার প্রেরণা পাই। আমরা শপথপ্রিয় জাতি, শপথতাড়িত ও শপথপীড়িত জাতি। এটা কি শপথের বিজয়, না বিজয়ের শপথ?

'৭১-এর ডিসেম্বরের কথা মনে আছে আপনাদের? আমার আছে। আমার যৌবনের তখন 'দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি।' মুক্তিযুদ্ধের উত্তেজনায় গাড়িতে ওঠা স্থগিত রেখেছিলাম। গায়ের রক্ত মুক্তির স্রোতে উদ্দাম। ঘরসংসার আহ্বারনিদ্রা সব পরিত্যাগ করে ত্রয়োদশবর্ষী বালকের মত দূরদর্শনের নীল পর্দায় দৃষ্টি আবদ্ধ করে বসে থাকতাম। অপেক্ষায় কাঁপতাম কখন বিজয়ের বজ্রধ্বনিতে আকাশ ফেটে পড়বে রমনার বিশাল সবুজসুশোভিত বিজয়প্রাঙ্গণে। কখন সন্ধিপত্রে সেই করবেন জেনারেল নিয়াজী আর জেনারেল অরোরা। ভারতীয় বিমানবাহিনীর বিজয় বিমান বাংলার মাটি থেকে কখন বিলোপ করে দেবে পাকিস্তান নামক অভিশপ্ত রাষ্ট্রের কলুষিত বায়ু। সে-সব কথা কি মনে আছে আপনাদের? আপনারা যারা দেশে থাকতেন, নিজের চোখে দেখেছিলেন সব দৃশ্য, অঙ্গে অঙ্গে অনুভব করেছেন সে-শিহরণ, তাদের তো কিছুতেই ভোলার কথা নয়। ভোলার কথা কিছুতেই ছিল না তাদের, তবু কেমন করে জানি না, কি এক আশ্চর্য অবিশ্বাস্য উপায়ে বিস্মৃতির কুজ্জটিকাতে যেন ছেয়ে গেছে দেশ। কিন্তু আমরা যারা দেশের মাটিতে ছিলাম না তখন, চোখ দিয়ে স্নায়ু দিয়ে স্পর্শ করতে পারিনি ইতিহাস সৃষ্টির প্রত্যুষ মুহূর্তটিকে, আমরা কিছুই ভুলিনি। আমাদের চেতনার আঙিনায় সে-শিহরণ প্রাচীন দুর্গের মত স্পর্ধিত দৃষ্টে দণ্ডায়মান। সেই শিহরণটুকুর বড় মূল্য আমাদের কাছে, কারণ ওটা আমরা পেয়েছিলাম বড় কষ্ট করে, ওটা আমাদের অর্জন করতে হয়েছিল। যুদ্ধ আমরা হাতে করিনি বটে, প্রাণের ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াইনি রাতের অন্ধকারে বনজ প্রাণীর সঙ্গী হয়ে, কিন্তু দূর থেকে দেশকে যে ভালবাসা, হানাদের শত্রুবাহিনীর বর্বর আক্রমণে জর্জরিত লাঞ্চিত মা-জননী জন্মভূমিকে যে অবোধ ভালবাসা, নিজের জাগ্রত ইন্দ্রিয়তে বিধ্বস্ত স্বদেশকে স্পর্শ করতে না পারার যে তীব্র বেদনা সে-বেদনা দেশের ভেতর থেকে কারো বুঝবার উপায় নেই। আমরা সেই বেদনার ত্রন্দন দিয়ে অর্জন করেছিলাম সেদিনটির প্রতিটি স্পন্দন। তাই আমাদের রক্তধারার প্রতি বিন্দুতে এখনো ষোলই ডিসেম্বর এত স্পন্দমান, আমাদের স্মৃতিতে এত প্রদীপ্ত, এত জীবন্ত। আমার স্পষ্ট মনে আছে, লজ্জা-সঙ্কোচের কোনরকম বালাই না রেখে সেদিন আমরা প্রবাসের পথে চিৎকার করে উচ্চারণ করেছিলাম : জয় বাংলা। উচ্চকিত জনতার কৌতূহলী দৃষ্টি উপেক্ষা করে দৃষ্টকণ্ঠে, দুর্বিনীত প্রগলভতায় গেয়ে উঠেছিলাম : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।

কিন্তু আজকে, বিজয়ের ৩৭ বছর উত্তীর্ণ হবার পর, আমরা আর জোরগলায় উচ্চারণ করতে পারি না : জয় বাংলা। এদিক ওদিক তাকাতে হয়, কেউ না শুনে ফেলে। পাছে না কারো কানে চলে যায়। কে কোন্ সর্বনাশের আগুন জ্বালিয়ে দেয় কোথায়। এমনকি 'সোনার বাংলা' গাইতেও ভাবতে হয় কোথায় গাওয়া হচ্ছে। আজকে আমার জন্মভূমিকে ভুল করেও মাতৃভূমি বলতে ভয় পাই। মা জননী বলে তার পাদমূলে পুষ্পাঞ্জলী দিতে ভয় পাই। এসবই নাকি হিন্দুয়ানী প্রথা। জয় বাংলাতে হিন্দুত্বের ছাপ।

সোনার বাংলা হিন্দুর রচনা। মাতৃভূমি হিন্দুর বচন। একাত্তরে আমরা বহুদিনের স্বপ্ন দিয়ে, বহুবীরের রক্ত দিয়ে, বহুনীরীর সম্মানের মূল্য দিয়ে, একটা স্বর্গপুরী রচনা করেছিলাম। আমাদের পূর্বসূরীরা, আমাদের প্রাচীনতম নমস্কারা অশেষ প্রজন্মের পরিচয় দিয়ে তার নামকরণ করেছিলেন বাংলাদেশ। মুসলিমদেশ বা হিন্দুদেশ বা খ্রীষ্টানদেশ নয়, শুধুমাত্র বাংলাদেশ। কারণ এটা মুসলমানের দেশ নয়, হিন্দু বা খ্রীষ্টানের দেশ নয়, কেবলি বাঙালির দেশ, বাংলাভাষার দেশ, বাংলা সংস্কৃতির দেশ। এশিয়ার প্রথম সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষ, মুসলিমপ্রধান প্রগতিপন্থী রাষ্ট্র হিসেবে গর্ব করার অধিকার অর্জন করেছিল আমাদের প্রাণের দেশ।

কিন্তু আমার প্রাণের দেশের প্রাণ ফুরিয়ে গেল মাত্র তিন বছরের মাথায়। স্বাধীনতার জন্য, বাঙালির আত্মসত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য যারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, বিসর্জন দিয়েছিলেন নিজেদের পরিবার, কেরিয়ার, তাঁরাই একে একে আমাদের পরাজিত শত্রুর প্রেতাত্মাদের গুলির আঘাতে প্রাণ হারালেন। পরবর্তী ইতিহাস কারুরই গৌরবের ইতিহাস নয়, কষ্ট আর যাতনার ইতিহাস। ব্যর্থ স্বপ্ন আর ব্যর্থ আশার ইতিহাস। আজকে বাংলাদেশের বাংলাত্ব বলতে প্রায় কিছুই নেই। আজকে আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরই কেউ কেউ প্রকাশ্যে বলতে শুরু করেছেন : একুশের আচার-অনুষ্ঠানগুলো হিন্দুয়ানি। আজকে আমাদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো একে একে আক্রান্ত হতে শুরু করেছে। বিশ্বমানের শৈল্পিক গুণসম্পন্ন মূর্তিগুলো, বাংলার ঐতিহ্যবাহী নিদর্শনগুলো প্রকাশ্যে দিবালোকে, বাণিজ্যক্ষেত্রের অগণিত জনতার হতচকিত দৃষ্টির সামনে, চূর্ণবিচূর্ণ হতে শুরু করেছে। আমাদের সাধের ধর্মনিরপেক্ষ দেশ আজকে তথাকথিত-ধর্মনিরপেক্ষ দেশে পরিণত হয়েছে, যেখানে ধর্মের নামে পৃথিবীর যাবতীয় অধর্মের বেসাতি বসেছে দারুণ বিক্রমে। এককালে যখন দেশজোড়া ধর্মের পীড়ন ছিল না, তখন ধর্ম ছিল পুণ্যাত্মাদের প্রাণের মন্ত্র। এখন ধর্মের বহিরাবরণ সর্বত্র বিদ্যমান, কিন্তু তার আত্মা গেছে শুকিয়ে। এখন সেটা পবিত্র মন্ত্র নয়, অপকর্মের ছাড়পত্র মাত্র।

স্বাধীনতা, সত্যিকারের স্বাধীনতা সত্যি কি পেয়েছি আমরা ? কে দেবে তার জবাব ? প্রতিটি বাঙালিকে তার জবাব খুঁজতে হবে তার নিজেদেরই প্রাণের ভেতর। তথাপি স্বাধীনতা দিবস আসে প্রতিবার নিয়মিতভাবে। আমরা সমবেত কণ্ঠে স্বাধীনতার গান গাই যন্ত্রের পুতুলের মত। আমাদের অফিস-আদালত স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকে, আমরা বক্তৃতা করি, শপথ করি নবায়িত বিজয়প্রাঙ্গণে, আলোচনা করি বিজয়ের, দোয়া পাঠ করি নিহত যোদ্ধাদের আত্মার শান্তি কামনা করে। একবারও কি ভেবে দেখেছি কেউ আমাদের জীবিত যোদ্ধারা কে কোথায় আছেন এখন, কেমন আছেন ? ভাবিনি। কারণ আমাদের ভাববার সময় নেই, স্পৃহা নেই। আমরা নিজেদের জীবন নিয়েই ব্যস্ত। আমি যতদূর জানি '৭১-এর মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকাংশই এখন বৃদ্ধ, শ্রান্ত, অবসন্ন এবং অকথ্যভাবে দারিদ্র্যপীড়িত। একাত্তরের বীরজ্ঞানদের কথা মনে আছে কারো ? তারা এখন কোথায় ? জনসভায় যাদের গলায় মালা পরানো হয়েছিল একদিন, তাদের পরিবার, তাদের সমাজ তাদের গ্রহণ করেনি দুয়ারপাটে, সে-কথা জেনেও আমরা না-জানার ভান করে থাকি। তবু দোয়া পড়তে আমাদের দ্বিধা নেই, গল্প-কবিতা গান-চলচ্চিত্র রচনা করতে আমাদের দ্বিধা নেই।

কি জানেন ? হতাশ হয়েও আমি বিমর্ষ নই। এই ভয়ানক নৈরাশ্যের মধ্যেও একটি ছোট্ট শিখা কোনদিনই নির্বাপিত হবে না। কত ভাগ্য আমাদের যে এই অভাগা দেশ, একান্তভাবে আমাদেরই দেশ। পরম ভাগ্য আমাদের যে আজকে রাস্তায় বেরিয়ে পাকিস্তানি বলে পরিচয় দিতে হচ্ছে না নিজেদের। 'পাকিস্তান' নামক একটি মধ্যযুগীয় প্রতিদ্রোশীল রাষ্ট্রের ছাড়পত্র আমাকে বহন করতে হচ্ছে না, অন্তত এই অর্জনটুকু কারো ছিনিয়ে নেবার উপায় নেই আমার কাছ থেকে। স্বাধীনতার সৈনিকদের কাছে এইটুকু কৃতজ্ঞতা আমার চিরকাল থাকবে।

হে আমার দেশ, আমার দুঃখিনী দেশ, আমার প্রগতি গ্রহণ করে তুমি ধন্য করো আমাকে।

অটোয়া

৯ই ডিসেম্বর, ২০০৮

মুক্তিসন ৩৭